তারিখ 12 JUN 2008
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নোংরা শিক্ষক রাজনীতি

৩ জুন রাজধানীর শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র বিক্ষোভের মুখে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ছাত্র বিক্ষোভটি সংঘটিত হয়েছিল শিক্ষার্থীদের সাত দফা দাবিকে কেন্দ্র করে। আপাতদৃষ্টিতে আন্দোলনটি শিক্ষার্থীদের কিছু দাবি আদায়কে কেন্দ্র করে সংঘটিত হলেও এর মূলে রয়েছে ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের ফসল। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের সুযোগটি কাজে লাগিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত কিছু শিক্ষক।

২১ মে শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পর্বের শিক্ষার্থীরা গ্রীষ্মকালীন ছুটির জন্য একটি স্মারকলিপি ছাত্র উপদেষ্টার মাধ্যমে উপাচার্যের কাছে পাঠায়। স্মারকলিপির সঙ্গে চতুর্থ পর্বের ১৪৭ শিক্ষার্থীর স্বাক্ষরের কপিও যুক্ত ছিল। এখানে উল্লেখ্য, দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এক মাসের গ্রীষ্মকালীন ছুটি থাকলেও শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। একাডেমিক কাউন্সিলে মাত্র তিন-চারজন শিক্ষক নেতার বাধার মুখে গ্রীষ্মকালীন ছুটি মঞ্জুরের আবেদনটি বাতিল হয়ে যায়। শিক্ষার্থীরা ২৫ থেকে ৩১ মে পর্যন্ত গ্রীষ্মকালীন অটোড্যাকেশন পালনের সিদ্ধান্তে অনড় থাকে। সে সিদ্ধান্ত মোতাবেক সব শিক্ষার্থী বাড়ি চলে যায়। অন্যদিকে ২৬ মে শেকৃবির অধ্যাপকদের মধ্যে থেকে উপাচার্য চাই শিরোনামে মানববন্ধনে স্নাতক পর্বের কোনো শিক্ষার্থী অংশ নেয়নি। শিক্ষক সমিতি কিছু শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও এমএস পর্বের শিক্ষার্থীদের নিয়ে দায়সারাভাবে মানববন্ধন পালন করে। ২৬ মে মানববন্ধন কর্মসূচিতে অংশ না নেয়ার জন্য স্নাতক পর্বের শিক্ষার্থীদের ওপর নেমে আসে খড়্গ। উল্লেখ্য, শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মানববন্ধন কর্মসূচির আগে রাতে হলে হলে ক্যাম্পেইন করলেও শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে।

২৬ মে-র পরে একাডেমিক কাউন্সিলে সিদ্ধান্ত হয়, সব শিক্ষার্থীর মে মাসের ২০০ টাকা বৃত্তি কর্তন, ক্লাসে উপস্থিতি গণনা না করা এবং বাসায় বাসায় কারণ দর্শানো নোটিশ পাঠানো। শিক্ষার্থীরা ১ জুন ক্লাস করতে এসে শিক্ষকদের মাধ্যমে জানতে পারে তাদের ওপর চাপানো সিদ্ধান্তগুলো। শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক অবস্থা এতোই দুর্বল যে, ২০০১ সালে শেকৃবি প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত সংঘটিত কোনো মারামারি ও ভাংচুরের বিচার করতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। ২ জুন শেরে বাংলা হলের গেস্ট রুমে সব শিক্ষার্থীর মতামত নিয়ে সাত দফা দাবি আদায়ে আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দাবিগুলো হলো-

১. একাডেমিক সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত যেমন বৃত্তি কর্তন, কারণ দর্শানো নোটিশ প্রত্যাহার করতে হবে।
২. শেকৃবি থেকে পাস করা সব শিক্ষার্থীকে এমএস কোর্সে ভর্তির সুযোগ দেয়া।
৩. শিক্ষার্থীদের আগের উল্লিখিত ১৩ দফা মৌলিক সমস্যাভিত্তিক দাবি বাস্তবায়ন।
৪. একাডেমি কাউন্সিলে ছাত্র প্রতিনিধি রাখতে হবে।
৫. ২০০৪ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রত্যাহার করতে হবে এবং ২০০৮ সালে ভর্তি বিজ্ঞপ্তির বহির্ভূত পোষ্য কোটায় যেসব ছাত্রছাত্রীকে অবৈধভাবে ভর্তি করা হয়েছে তা বাতিল করতে হবে।
৬. সব বাতিলকৃত পরীক্ষা নতুন করে নিতে হবে।
৭. বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রদের বিরুদ্ধে গৃহীত সব বহিষ্কারাদেশ শিথিল করতে হবে।

শিক্ষার্থীরা ৩ জুন সকাল ১০টায় উপাচার্য বরাবর স্মারকলিপি দিতে গেলে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত কিছু শিক্ষক উপাচার্যকে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বাধা দেয়। তারা নিজেরাই ছাত্রদের কাছ থেকে স্মারকলিপি নিতে এলে ছাত্ররা তাদের অপমান ও গালাগাল করে। শিক্ষার্থীরা তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক ভাংচুর চালায়। উপাচার্য দুপুর ১টায় বাধ্য হয়ে ছাত্রদের কাছ থেকে স্মারকলিপি গ্রহণ করে। ৩ জুন একাডেমিক কাউন্সিলের জরুরি মিটিংয়েও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত কয়েক শিক্ষকের এক ঘণ্টা নোটিশে হল খালি করে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ৩ জুন কি এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল যে শেকৃবি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করতে হয়েছে? প্রশ্নটি বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সব শিক্ষার্থীর ও অধিকাংশ শিক্ষকের।

মনিরুজ্জামান কবির
mkabir1986@yahoo.com